সার্বিক ও পূর্ণ টিকাকরণ অভিযানের বড় সোপান মিশন ইন্দ্রধনুষ

Mission Indradhanush: A ladder to achieve success in child vaccination

।। নন্দিতা দত্ত।।

"আমার বাচ্চা ভালো আছে - -সময় মতো খায়, ঘুমায় । অসুবিধা কিছু আছে বলে তো দেখি না; দু একবার পাতলা পায়খানা হইছে সাইরাও গেছে । টীকা নিতে হইব ক্যান? আগের বাচ্চারও কোন টীকা, ইঞ্জেকশন লাগছেনা। এখন লাগব ক্যান?" একথাগুলো শুনবে জেনেও এক হাটবারে পশ্চিম জেলার চাচুবাজারে গিয়ে আশাকর্মী রুপালী এক মহিলা বিক্রেতা বিশ্বলক্ষী দেববর্মার কোলের বাচ্চাকে টীকা কি দেওয়া হয়েছে কিনা প্রশ্নটা করে যে জবাব পায় তাতে চমকায় না।

রুপালী দু-তিন জন মাকে একসাথে পাবে বলে হাটেই এসেছিল। জুমের ফসল নিয়ে তখন সেখানে হাজির বিশ্বলক্ষী, নয়নবাসী, সুমতি ত্রিপুরা। সুমতির কোলেও তার একবছরের কম বয়সী শিশু । বাজারে সেরকম লোক আসা শুরু হয়নি দেখে রুপালী তাদের কাছে ভিড়ে তাদের ও তাদের শিশুদের শরীর-স্বাস্থ্যের খবরাখবর নিতে শুরু করে। রুপালী তাদেরকে জানায়-হুপিং কাশি, যক্ষা, হাম, ডিপথেরিয়ার মতো রোগের কথা – ধনুষ্টাকার, পোলিও, হেপাটইসিস কি ? বলে এই রোগগুলোর কোনটিতে আক্রান্ত হলে অনেক সময় বাচ্চার জীবন বিপন্ন হয় । কিন্তু টিকা নেওয়া হলে ওই সাতটি রোগের একটিও হবে না শিশুদের । টিকা নিতে কোন টাকা পয়সাও লাগবেনা, স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে দেওয়া হবে । বিশ্বলক্ষীদের নজর কিছুটা রুপালির দিকে কিছুটা ক্রেতা আমন্ত্রনের দিকে । রুপালী ভাবে এদের বোঝানো একবারে হবে না, আবার আসতে হবে, ওদের বাড়িতেও যেতে হবে তাঁকে ।

বস্তুতপক্ষে, শিশুদের টিকাকরণে এক সার্বিক ও সম্পূর্ণ অভিযান শুরু নতুন দায়িত্ব পালনে নেমেছে রুপালির মতো 'আশা' কর্মীরা । মিশন ইন্দ্রধনুষ নাম এই অভিযানে দেশজুড়ে '০-২' বছর বয়সী সব শিশুর যার যে টীকা প্রাপ্য সেগুলি নেওয়াতে বিশেষ উদ্যোগ শুরু হয় এবছরের এপ্রিল মাসে । এই বিশেষ কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রাজ্যে ইন্দ্রধনুষ কর্মসূচীর ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: মধুসূদন চৌধুরী জানান, শিশুর জীবনে যাতে বিপজ্জনক রোগাক্রমণের অবস্থা না আসে তার রক্ষাকবচ হিসেবেই এই টীকাকরণ জরুরী। প্রথম পর্যায়ে দেশের ২০১টি জেলার মধ্যে ত্রিপুরার পশ্চিম ত্রিপুরা, ধলাই এবং উত্তর ত্রিপুরায়ও এই টিকাকরণ অভিযান চালানো হয় । স্বাস্থ্য দপ্তরের সমীক্ষা মতো ওই জেলাগুলোতে আগের কোনও না কোনও টিকাকরণ থেকে বাদ পড়ে যাওয়া শিশুর সংখ্যা ২,৭৫৩ জন, ফলে তাদেরকে 'মিশন ইন্দ্রধনুষ' কর্মসূচীতে টিকা দেওয়ার পদক্ষেপ নেওয়া হয় । গত এপ্রিল মাসে মিশন ইন্দ্রধনুষের আওতায় তিনটি জেলায় ৩০০টি সেশান অর্থাত ৩০০টি স্থানে এরকম শিশুদের সম্পূর্ণ টিকাকরণ করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, এই অভিযানের মাধ্যমে একইসাথে গর্ভবতী ৩১০ জন মা'কে চিহ্নিত করে টিটেনাস ও বুস্টার ডোজ দেওয়া হয়েছে ।

শিশুদের টিকাকরণের সম্পর্কিত এক সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে, ভারতে প্রতি ৩টি শিশুর মধ্যে ১টি শিশু নানা কারণে সম্পূর্ণ টিকাকরণ কর্মসূচীর বাইরে থেকে যায় । একারণেই নতুন কর্মসূচিতে সম্পূর্ণতা ও সার্বিকতা রক্ষার জন্য বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে । টিকাকরনের জন্য সবচেয়ে কাছের স্বাস্থ্য ও শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রকেও এজন্য বাছাই করা হয়েছে । জন্মের পর থেকে দুই বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের টিকাকরণ কর্মসূচীকে আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে শিশুদের কাছাকাছি অঙ্গনওয়াড়ী বা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাবার জন্য গ্রামীন পরিবারদেরকে উৎসাহ দেওয়া ও টিকাকরণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানান পদস্থ স্বাস্থ্য আধিকারিক । অভিযান শুরুর আগেই আশা বা এএনএম কর্মীদের উপর দায়িত্ব পড়েছিল টীকা নেওয়া হয়নি এমন শিশুদের খুঁজে বের করে তালিকাভুক্ত করার কাজে । এরই পরিনামে, অনুযায়ী পশ্চিম জেলায় ৩০৪-টি শিশুকে চিহ্নিত করে প্রথম পর্যায়ে টীকা

দেওয়া হয়েছে । উত্তর জেলার ৫৪৭টি শিশুকে চিহ্নিত করে ৩৬টি বুথে সম্প্রতি তাদের টীকা দেওয়া হয়েছে, সেখানে শিশুদের সাথে ৭১ জন গর্ভবতী মা-কেও প্রয়োজনীয় টিকা হয় । ধলাই জেলায় টিকা নেওয়ানো হয়নি এরকম শিশুর সংখ্যা অনেক বেশি, ১,৯৭২টি । এই অভিযানের প্রথম দফায় (এপ্রিল-মে মাসে) তাদের মধ্যে ১১১৭টি শিশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে। বাকী শিশুদের পরবর্তী পর্যায়ে টিকা দেওয়ানো হবে বলে স্বাস্থ্য দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন। তিনি জানান, ১৬৫টি সেশন চলার পর দেখা গিয়েছে যে কোন একটি টীকা থেকে বাদ পরা এরকম শিশুর সংখ্যা এখনো রয়ে গিয়েছে ১৬৪টি এবং টিকাকরণের পুরোপরি বাইরে থাকা শিশুর সংখ্যা ২৯০টি ।

'মিশন ইন্দ্রধনুষ' কর্মসূচীর একমাত্র লক্ষ্য হলো সার্বিক টিকাকরণ ও এর সম্পূর্ণতা। শিশুদের জন্মের পর থেকে ২ বছর বয়স পর্যন্ত যে সমস্ত টীকা নেওয়ানো প্রয়োজন এবং যে শিশুরা সেগুলো পায়নি বা কোন একটি-দুটি ডোজ বাকী পরে গেছে সেসব ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে আবারও যদি কোন টীকা বাদ পড়ে সেক্ষেত্রে কিভাবে নিয়মিত করা সম্ভব? ডা: চৌধুরী এবং ডা: গৌতম দেবনাথ জানান, বাদ যাতে না পড়ে এজন্যই অভিযান শুরু হয়েছে এবং প্রতিটি শিশুকে এর আওতায় আনতে আশা কর্মী এবং এ এন এম কর্মীরা বাড়ী বাড়ী যাচ্ছেন। প্রতিটি শিশুর জন্য একট বিশেষ কার্ড দিচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর যাতে কোন টীকা কখন দেওয়া হয়েছে তার উল্লেখ থাকছে। এই টিকাগুলো পর্যায়ক্রমে ও নিয়মিতভাবে দেওয়া হবে আশা কর্মী সহ অন্য স্বাস্থ্য কর্মীদের তত্বাবধানে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে। যে প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্রগুলো ত্রিপুরার যে কোনও প্রত্যন্ত পাড়াতেও কাজ করে চলেছে গর্বের সাথে। ফলে, 'ইন্দ্রধনুষ' প্রকল্পে সার্বিক ও সম্পূর্ণ টিকাকরণ অভিযানের সাফল্যের পথে আশা, এএনএম এবং এই কেন্দ্রগুলিই মস্ত বড় সোপান হয়ে উঠেছে ।

স্বাস্থ্য কর্মীরা পর্যায়ক্রমে বাড়ী বাড়ী গিয়ে সংশ্লিষ্ট শিশুদের চিহ্নিত করার অভিযানে নামবার ফলে গ্রামীণ পরিবারগুলোর মধ্যে শিশু সুরক্ষা ও শিশু স্বাস্থ্য নিয়ে প্রাথমিক সচেতনতা তৈরী হচ্ছে, যা লক্ষ্য করার মতো। তেমনি স্থানীয় সংবাদপত্রে ও ইলেক্ট্রনিক চ্যানেলে বিজ্ঞাপন প্রচার করেও গ্রামীন জনগনকে সচেতন করার উদ্যোগ লক্ষ্যনীয়, যা 'মিশন ইন্দ্রধনুষ'কে সার্বিক করে তোলার পথে বড় পদক্ষেপ । শিশুদের নিরাপদ স্বাস্থের জন্য টিকাকরণে একশ ভাগ সাফল্যের জন্য একই সাথে দরকার সামাজিক গোষ্ঠীগত, প্রতিবেশী মহল ও পঞ্চায়েতের লোকজনদের সচেতনতা – এই অভিমত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ।